অভিসরণ
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue I, January 2026, PP. 55-58
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027

অন্নদাশংকর রায়ের রবীন্দ্রভাবনা

অমর সাহা
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত)
মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল ভাবনা নিয়ে বাঙালি জাতির কোনো সংশয় নেই। তিনি কবি। উত্তম সংগীত রচয়িতা। কথা-সাহিত্যিক। নাট্যকার। চিত্রশিল্পী। তিনি শিক্ষা সমাজ সাহিত্য জীবনদর্শন সবক্ষেত্রেই তাঁর চিন্তাভাবনা সুদূরপ্রসারী। নিজে কর্মী না হয়ে অপরকে কর্মী করা যায় না। তাঁর কর্ম জীবন অত্যন্ত গৌরবের, মর্যাদাপূর্ণ। আমাদের রবীন্দ্রচর্চা বরাবরই একপেশে।

আমাদের রবীন্দ্রচর্চায় যে দিকগুলিকে বাদ দেওয়া হয়, রবীন্দ্রনাথের ভাবনার দিক এবং কর্মের দিক। অন্নদাশংকরের রবীন্দ্রচর্চায় জোর পড়েছে সেই দিকেই বেশি। এর অন্যতম প্রধান কারণ অন্নদাশংকর মননশীল সাহিত্যিক। অন্নদাশংকর রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিপুল ঐশ্বর্য সম্পর্কে নিরুৎসাহ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, সমাজচিন্তা, স্বদেশভাবনা, মানবসভ্যতার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তা, রবীন্দ্রনাথের মানবতত্ত্ব, তাঁর জগৎবীক্ষা ও রবীন্দ্রজীবনদর্শন নিয়ে অন্নদাশংকরের বিশেষ আগ্রহ। অন্নদাশংকরের আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডের দিকে, তাঁর সংকল্প ও সাধনার দিকে, নিজের জীবনদর্শনের আলোকে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছেন সেইসব দিকগুলিকে।

কোনকিছু গড়ে তোলা সহজ নয়, এ কাজ সকলের জন্যও নয়। খণ্ড খণ্ড দৃষ্টি, সত্তা নিয়ে, নিজের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ লালন করে, নিজের জীবনকে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ সমগ্র রূপে গড়ে তোলা অসম্ভব।

বর্তমান সময়ে এমনকী রবীন্দ্রনাথের সময়ে ঔপনিবেশিক পরিবেশে, চিন্তা আর অনুভবের বিচ্ছেদ আরও বেশি, চিন্তা আর আচরণের বিচ্ছেদ অভিশাপের মতো। আমাদের দেশে নানামুখী বিচ্ছেদের সেতুবন্ধন রচনায় রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রগণ্য। এর মধ্যে আত্ম-উত্তরণের সাধনা আছে, সমগ্রতার সাধনা আছে। এই সমগ্রতার সাধনা অন্নদাশংকরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংস্কারকে অন্নদাশংকর পারম্পর্যহীন অনুষঙ্গহীন একটি বিচ্ছিন্ন একক প্রচেষ্টা হিসেবে দেখেনি। তিনি ব্যাপারটিকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে বুঝেছেন। রবীন্দ্রনাথের উদার ও সেকুলার মানবিকতাকে, তাঁর জ্ঞান ও সৌন্দর্যের প্রতি মুক্ত আগ্রহকে, বিজ্ঞানের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগকে, জীবনকে শতদলে বিকশিত করার আদর্শকে তাঁর স্বচ্ছ আলোকিত মুক্ত বুদ্ধির জীবনদর্শনকে অন্নদাশংকর পাশ্চাত্য রেনেশাঁসের

ভাবাদর্শে মিলেয়ে দেখেছেন। রেনেশাঁস ও রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'রেনেশাঁসকে যদি একটি অবিভাজ্য প্রোসেস বলে ধরে নিই, যদি একটা ধারা না বলে যুগের ধারা বলে ধরে নিই, তাহলে বুঝতে পারব রবীন্দ্রনাথ কোনখানে কেমন করে অবতীর্ণ হলেন। যে প্রাণ প্রবাহ ইউরোপকে প্লাবিত করে পরে ভারতকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় তারই একটি ঢেউয়ের নাম লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, আর একটির নাম শেক্সপিয়র, আর একটির নাম গ্যেটে, আর একটির নাম রবীন্দ্রনাথ। গড়ার ভার যাঁদের উপর বর্তাল রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন কারিগর।' (পৃ. ১০৬-১০৭)

এই সময়কাল হোল আধুনিক যুগ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশের একজন, স্বকালেরও একজন। স্বদেশের দাবি হোল জাতীয় ঐতিহ্যের দাবি। সকালের দাবি হোল আধুনিকতার দাবি। এই দুই দাবিকে মেলানো একটা মস্ত বড়ো কাজ। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সুন্দরভাবে সমন্বিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অন্নদাশংকর এই প্রবন্ধে আরও বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আমাদের নিজেদের মধ্যে এজাতীয় বিভেদ বা বিরোধ তেমন স্পষ্ট হয়নি। হলে তিনি কোন্‌পক্ষে যেতেন বলা দুঃসাধ্য। তবে তাঁর শেষ জীবনের লেখা পড়লেও কথাবার্তা শুনলে মনে হতো বিরোধের দিন তিনি রেনেসাঁসের পক্ষেই রায় দিতেন। সেকুলারের পক্ষে।' (পৃ. ১০৯)

অন্নদাশংকর রায় অবশ্য একটি বিশেষ বিরোধের কথাই বলেছেন। সমাজের নীতি ও বুনিয়াদ মানসিক মানবিক কি ঐশ্বরিক— এই নিয়ে বিরোধ। এই বিরোধ এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ঐতিহ্য ও আধুনিকতার বিরুদ্ধে, স্বদেশ ও স্বকালের বিরোধে 'রবীন্দ্রনাথ' বইয়ের 'মানবিকবাদ ও রবীন্দ্রনাথ', 'আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ', 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি গদ্যশিল্পে অতি চমৎকারভাবে দেখি।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে (চিঠিপত্র- ৯) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাদের মন আমাদের স্বদেশের, কিন্তু আমাদের কাল স্বদেশের নয়। দুইয়ের মিশ করতে না পারলে পিছিয়ে থাকতে হবে। কালকে ধিক্কার দিয়ে লাভ নেই, কেননা কালোহি বলবতঃ— তোমার চেয়ে তার জোর বেশি— তার সঙ্গে রঙ্গ করতেই হবে।'

রবীন্দ্রনাথ শুধু চিন্তায় নয়, তাঁর আচরণে ও জীবনচর্যাতে রেনেশাঁসী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখতে পাবো। তাঁর বহুমুখী আগ্রহ, বহুস্তরাণ্বিত বিকাশ, বিচিত্র কর্মকাণ্ড— যার বেশিরভাগটাই স্বোপার্জিত, রবীন্দ্রনাথের স্বনির্মিত। অন্নদাশংকর সব থেকে বেশি জোর দিয়েছেন তাঁর সচেতন আত্মজীবন নির্মাণের ওপর।

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠকীর্তি তাঁর জীবন। তাঁর জিজ্ঞাসা— 'কেমন ভাবে বাঁচব?' অন্নদাশংকর তাঁর 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' গদ্যশিল্পের গোড়াতেই। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনকে একটি নিটোল সৌষম্যে বেঁধে নিতে পেরেছিলেন। এই সৌষম্য বেঁধে নিতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি নয়, কবিতা নয়, গান নয়, কথা-সাহিত্য নয়, কোনটাই বড়ো নয়, যতটা নিজের জীবনকে সুবিহিত মাত্রায় সুন্দর করে, উজ্জ্বল করে। এইটি রবীন্দ্রনাথের মহত্তম কীর্তি। রবীন্দ্রনাথের সার্থক আত্মজীবনরচনা অন্নদাশংকরের কাছে আরও বড়ো ঘটনা। নিজের জীবনে রবীন্দ্রনাথ মহৎ শিল্পীকীর্তির ঔজ্জ্বল্যকে চিরকালীন ধারণ করেছেন।

অন্নদাশংকরের এই কথাগুলি সকলের গ্রহণীয় নাও হতে পারে। এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রকাশ। সব রকমের জিজ্ঞাসা সমান প্রখর নয়। তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা প্রখর। রবীন্দ্রনাথের জীবন-ইতিহাসের মধ্যে, তাঁর শিল্পিত, সুডৌল, মহার্ঘ জীবনে, সুন্দর কিন্তু সুকঠিন জীবনে এই আন্তরিক জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে গিয়েছেন। এটু

প্রাপ্তি তাঁর কাছে খুব বড়ো।

অন্নদাশংকর রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন ‘জীবনশিল্পী’। সাধারণ ভাবে জীবন ও শিল্প আলাদা। জীবনকে আমরা শিল্প বলি না আর শিল্পকে জীবনকে শিল্প বলি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বলা যায়। কোনও একটি শিল্প বস্তু যখন সার্থক বা প্রাণ স্পন্দিত, তখনই তাকে আমরা বলি জীবন্ত। যান্ত্রিক নির্ভর নয় জীবনধর্মী সৃজন। শিল্প যেমন প্রকৃতিকৃত নয়— মানুষের স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের অনেকাংশেই শিল্পত্ব অর্জন করেছে, তিনি জীবনশিল্পী।

সব শিল্পীই জীবনশিল্পী নন। জীবনকে সার্থকভাবে গড়ে তোলার ক্ষমতা ভিন্ন জাতের ক্ষমতা। শিল্পী না হয়েও অর্থাৎ কবি চিত্রকর না হয়েও রবীন্দ্রনাথ জীবনকে সার্থকভাবে আত্মজীবনীকে গড়ে তুলতে পেরেছেন। শিল্প ইতিহাসের ছোটো বড়ো শিল্পীর ভেদ নেই। গ্যেটে, তলস্তয়কে জীবনশিল্পী বলতে পারি কিন্তু ডস্টয়েভ্স্কি, কাফ্কাকে কখনই তা বলা যায় না। ভ্যানগখের পক্ষে কোনদিনই জীবনশিল্পী হওয়া সম্ভব ছিল না। মধুসূদন দত্ত, নজরুল ইসলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের কারও জীবনকে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। মনে হয়, জীবন শিল্পী হওয়া শিল্পীদের পক্ষেই কঠিনতর। তবু কোনও কোনও শিল্পী নিঃসংশয়ে জীবনশিল্পী। তাঁদের কৃতিত্বের সীমা নেই। সব দহন জ্বালাকে তাঁরা পরিপাক করে নেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শকে বুঝতে গেলে আগে তাঁর যাপনের দিক, জীবন রচনার দিক। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের মত ও বিশ্বাসের জগতের দিকে, তাঁর জীবন-ভাবনার দিকে, তাঁর জীবনের সঞ্জাত দর্শনের দিকে। অন্নদাশংকরের প্রধান লক্ষ্য তাঁর আলোচনা সবথেকে বেশি জোর পড়েছে তাঁর জীবনদর্শনের উপর। রবীন্দ্রনাথের শক্তিশালী সক্রিয় ভাবনাগুলির কি‌ে লক্ষ্য রেখে তাঁর জীবনদর্শনকে দেখেছেন। এই ইংরেজি নাম হিউম্যানিজম। বাংলায় যার নাম মানবিকবাদ। মানবতাবাদ বা মানবতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ গ্রহিষ্ণুতা, দৃঢ় হ‌্যা-ধর্মী মনোভাব, জীবনের প্রতি ভালোবাসা, তাঁর মর্ত্যপ্রীতি এ সবেরই উৎস তাঁর স্বভাবে। বাঙালির উনিশ শতকের নবজাগরণে যে টান আছে— পাশ্চাত্য অভিমানী টান আর আধুনিকতা অভিমানী অভিমুখী টান— এই টান পাশ্চাত্য রেনেসাঁসে নেই। আধুনিকতা অভিমুখী ধ্যান-ধারণা আনেকটাই সরাসরি পাশ্চাত্য রেনেশাঁস সংস্কৃতি থেকে।

মানবজীবন মূল্যবান। এই প্রত্যয়ও মানুষের যে জাতি ধর্ম বর্ণের ভেদ, দেশের সংস্কৃতির ভেদ নিত্য নয়, মানুষ মাত্রই মানুষের আত্মীয়। মানব সভ্যতা এক এবং অদ্বিতীয়। এই প্রত্যয়, এর সত্যতা রবীন্দ্রনাথের কাছে তর্কাতীত।

রবীন্দ্রনাথের কাছে অগ্রাধিকার শিক্ষারই। শিক্ষায় উচ্চ-নীচ সব সমান। শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার। শিক্ষার উপর নির্ভর করে মানুষের মনের মুক্তি, অনেকখানি ব্যবহারিক মুক্তি। শিক্ষা অন্যতম শর্ত মানুষের বুদ্ধির উপর আস্থা। মুক্তির উপর আস্থা।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন স্বাধীনতায় সকলের সমান অধিকার। এখানে দেশভেদ নেই। এখানে জাতি বর্ণ লিঙ্গ ভেদ নেই। স্বাধীনতা সৃজনশীলতার অপরিহার্য শর্ত। রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমুখী মনের কথা আমরা জানি। শুধু ব্যক্তিগত প্রবণতায় নয়, তত্ত্বগতভাবেও তিনি যুক্তিবাদী। এ বিষয়ে তিনি হেমন্তবালা দেবীকে

.

লেখা চিঠিতে (১২ আশ্বিন,১৩৪০, ১৯৩৩) লিখেছেন, ‘গভীরভাবে আমি তোমাদের চেয়ে অনেকবেশি ভারতীয়। যথার্থ ভারতবর্ষ মহা ভারতবর্ষ নয়। যে দেশ কেবলি বিশ্বের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে নাক তুলে চলে সে রুগ্ন দেশ— আমি সেই বাতে পঙ্গু দেশের মানুষ নই। আমি ভারতবর্ষের মানুষ— সেই ভারতবর্ষ স্বাস্থ্যের প্রাবল্য দ্বারাই চিরশুদ্ধি, —সেই আমার মহাকাব্যের চিরন্তন ভারতবর্ষ। ’ (চিঠিপত্র) রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ প্রথমদিকে উপনিষদের শ্লোকে মগ্ন ছিলেন। শেষের দিকে বাউল ভাবও রবীন্দ্রায়িত দ্বারা উপনিষদের দ্বারা শোষিত পুরোপুরি রাবীন্দ্রিক ভাব।

মানবমূল্য, মানুষে মানুষে সাম্য, মৈত্রী, মানবসভ্যতার মূলগত ঐক্য এই রকম বহুজনস্বীকৃত প্রত্যয়কে ঘিরে নানান ধারার মানবতাবাদ গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেন। (সভ্যতার সংকট) রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদীর লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে। এ লড়াই শুধু অবুদ্ধির সঙ্গে নয়, দুর্বুদ্ধির সঙ্গেও। রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন শিক্ষার উপর। রবীন্দ্রনাথ হিংসার পক্ষে আপত্তি করেন। কিন্তু বিনা আয়াসে বিনা প্রস্তুতিতে হিংসা কার্যকর, বলবীর্য লাভ করবে না। হিংসাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি লিখেছেন যে, দুই বনস্পতিও মধ্যে রাখে ব্যবধান। এই ব্যবধান প্রতিযোগিতামূলক।

কঠিন বিশ্বসংকটের মুখে মানবিকবাদ কিছু পরিমাণে অসহায়। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের দিকে তাকিয়ে একথা অন্নদাশংকর রায়ের মনে হয়েছে। মানবিকবাদকে কিন্তু তিনি মোটেই বাতিল করেননি। কিন্তু অন্নদাশংকরের মতে, ‘ধর্মের মতো মানবিকবাদও পারমানবিক মানবিক মহাযুদ্ধের দিনে তিনি অসহায়। যদিনা মানুষ হিংসা প্রতিহিংসার দুষ্ট বৃত্ত ভেদ করতে শেখে। না মানবিকবাদও যথেষ্ট নয়।’ (মানবিকবাদ ও রবীন্দ্রনাথ)

মানবিকবাদকে অন্নদাশংকর মোটেই বাতিল করেননি। বলেছেন, যথেষ্ট নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কী অর্জুনকে সে কথা বলেছেন। শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা কিংবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দ্বারাই তা সম্ভব নয়। আজকের সংকটে বিবেকী মানবতাবাদী কোন পথ বেছে নেবেন তার উত্তর অন্নদাশংকর দিতে পারেননি।

গ্রন্থপঞ্জি:

রায় অন্নদাশঙ্কর, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ,বাণীশিল্প, ৩য় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১১, কলকাতা ০৬

CC BY NC

.